শুভেন্দুর শপথে বাংলায় নয়া জমানা

ইতিহাসের আবর্তনে শুভেন্দু অধিকারী এবার পরিবর্তনের প্রধান মুখ হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক খবর বিশ্লেষণের একমাত্র প্লাটফর্ম

প্রথম

সান্দেশ

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে! হাতে আর মাত্র মাসখানেক সময় বাকি।

Monthly Newspaper: Vol-3 ● Issue - 5 ● May 2026 ● link with RNI Regn. No. WBBEN16094, Declaration No. 10/SDO-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price: 5/-

বঙ্গবিজয়

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভাবনীয় মোড় নিয়ে এসেছে। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এটি কেবল বিজেপির জয়ই নয়, বরং তৃণমূলের বড়সড় ধসও বটে। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি এক অবিস্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের ভোটের হার ২০২১ সালের ৩৮.৪% থেকে এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৮৪%।

তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ৮০টি আসনে সংকুচিত হয়ে গেছে। তাদের ভোটের হার ২০২১-এর ৪৮.৫% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০.৮০%। বামেরা (CPIM) ১টি, কংগ্রেস ২টি, আইএসএফ (ISF) ১টি এবং নবগঠিত এজেউপি (AJUP) ২টি আসনে জয়ী হয়েছে। ভোট কাটাকাটির অঙ্কে এই ছোট দলগুলোই অনেক জায়গায় নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, কেন এমন বিপর্যয়? বিশ্লেষণ

ছবি : সংগৃহীত

করলে দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশাল পরিবর্তনের পেছনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ কাজ করেছে।

যেমন ধরা যাক, সংখ্যালঘু ভোটের মেরুকরণ ও বিভাজন। তৃণমূলের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা ছিল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক। কিন্তু এবার মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলায় বাম-কংগ্রেস জোট এবং হুমায়ুন কবিরের এ.জে.উ.পি. (AJUP) তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে ভাগ বসিয়েছে। ফলে অ্যান্টি-বিজেপি ভোট ভাগ হয়ে যাওয়ার সুবিধা সরাসরি বিজেপি পেয়েছে।

এবার আসি ভবানিপুরে মমতার হার নিয়ে। এই নির্বাচনের সবচেয়ে প্রতীকী মুহূর্ত হল খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। ভবানিপুরে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে প্রায় ১৫,০০০-এর বেশি ভোটে তাঁর হার বিজেপির লড়াইকে এক চূড়ান্ত রূপ দিয়েছে এবং তৃণমূলের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিয়েছে। তৃণমূলের একটা বড় বল ভরসা ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বনাম বিজেপির প্রতিশ্রুতির অঙ্ক। স্বভাবতই এবার তৃণমূলের অন্যতম বড় তাস ছিল 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। কিন্তু এটাও ঘটনা যে, বিজেপি তাদের ইশতেহারে এই ভাতা দ্বিগুণ করার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যা তৃণমূলের এই প্রকল্পের 'এক্স-ফ্যাক্টর' কেড়ে নিয়েছে। এই সঙ্গে বেকারত্ব এবং নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ গ্রামবাংলায় বড়

পরবর্তী অংশ ২ পাতায়

আবেগ বনাম ইভিএম

মীনাক্ষী-কলতানদের লড়াকু ইমেজ কি বামেদের সাংগঠনিক কঙ্কাল ঢাকতে ব্যর্থ?

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের শোচনীয় পরাজয় কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং এক দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক অবস্থানের চূড়ান্ত পরিণতি। ২০২১-এর 'শূন্য' থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর যে দাবি তাঁরা করেছিলেন, ৪ মে-র ফলাফল প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাংলার জনমানসে বামেদের প্রাসঙ্গিকতা এখনো অনেকটাই সীমাবদ্ধ।

বামেদের এই বিপর্যয়ের কাটাছেঁড়া করলে যে প্রধান কারণগুলো সামনে আসে, তা হল,

ক) এবারের লড়াইটা ছিল মূলত 'তৃণমূল বনাম বিজেপি'—এই বাইনারি সমীকরণের।

একদিকে তৃণমূলের 'বাংলার মেয়ে' ইমেজ আর অন্যদিকে বিজেপির হিন্দুত্ব ও কেন্দ্রীয় শক্তির আস্ফালন। এই দুই বিপরীত মেরুর লড়াইয়ে বামপন্থীরা কোনো বিকল্প বয়ান খাড়া করতেই পারেননি। বাংলার মানুষ যখন

বিজেপিকে আটকাতে মরিয়া বা তৃণমূলকে সরাতে উদগ্রীব, তখন বামেদের ভোট দেওয়াকে তাঁরা 'ভোট নষ্ট' করা বলেই মনে করেছেন।

খ) বিশ্বাসযোগ্য বিকল্পের অভাব—

২০২১-এ শূন্য হওয়ার পর তরুণ মুখদের সামনে এনে বামেরা একটা 'নবীন' ভাবমূর্তি তৈরির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেবল শ্লোগান আর মিছিলে লোক জড়ো করলেই যে ভোট পাওয়া যায় না, তা এবারের ফলাফল ফের বুঝিয়ে দিল। মানুষের কাছে তাঁরা কোনো সুনির্দিষ্ট 'বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল' বা 'শাসন ব্যবস্থার ব্লু-প্রিন্ট' পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মোদ্দা কথা, মানুষ কেন বামেদের ভোট দেবেন—তার সদুত্তর নেতাদের ভাষণে ছিল না।

গ) সাংগঠনিক কঙ্কালসার দশা।

বামেদের একসময়ের শক্তিশালী ক্যাডার বাহিনী এখন হয় নিষ্ক্রিয়, নয়তো তৃণমূল বা বিজেপির শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। নিচুতলার সংগঠন এতটাই দুর্বল যে অনেক বুথে এজেন্ট দেওয়ার মতো লোকও ছিল না। ফলে শাসক দলের পেশ পেশিশক্তি বা বিজেপির আগ্রাসী

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

প্রথম সন্দেশ
Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-5 ● May 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

সম্পাদকীয়

২০২৬ এর ৪ মে টান টান উত্তেজনা ছিল। কারণ রাজ্য - রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হয়তো ভেবেছেন আদৌ কী ঠিক হল! ৯ মে শপথ। যিনি হওয়ার তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হলেন। কিন্তু রাজ্য কী সত্যি বিষ-মুক্ত হল? আগামীদিনে শান্তিতে ঘুমোতে পারা যাবে? গুন্ডা, মস্তান, তোলাবাজ ছাড়ুন, সাধারণ 'দিন আনি, দিন খাই' যে মানুষেরা, তাঁরা কী সুস্থভাবে বাঁচতে পারবেন?

সময় বলবে। আগামী বছর ঠিক এরকম দিনে রাজ্যের মানুষ ভালো থাকবেন কিনা সেটাও সময় বলবে।

তবে আক্ষেপ রয়ে গেল, যে যাই বলুন এই বছর ১৬৫ তম রবীন্দ্রজয়ন্তী পুরো মাঠে মারা গেল। এই রাজ্য রাজনীতির কচকচানির মধ্যে পড়ে 'হে নূতন...' নূতন হয়েই আড়ালে রয়ে গেল। সামনে এল না। ফুল বিক্রেতারাও খুব মুচড়ে পড়েছেন। সাদা ফুলের মালার বিক্রি প্রায় নেই।

যাইহোক, সবাই ভালো থাকুন। রাজ্যের উন্নতি কামনা করে (মানত নয়, সে যে দেবতার হোক) আজ এইটুকুই।

বঙ্গবিজয়

১ পাতার পর

প্রভাব ফেলেছে।

এবার আসি প্রতিষ্ঠা-বিরোধী হাওয়া(Anti-incumbency) নিয়ে। ১৫ বছর একটানা ক্ষমতায় থাকার ফলে স্থানীয় স্তরের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ক্লান্তি তৈরি হয়েছিল, তা এবার ব্যালট বাক্সে প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহল এই দুই এলাকায় বিজেপির আধিপত্য ছিলই, এবার তা আরও সংহত হয়েছে। কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার—বিজেপি কার্যত ক্লিন সুইপ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। যে দক্ষিণবঙ্গ তৃণমূলের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল, বিশেষ করে হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সেখানেও বিজেপি এবার শক্তিশালী থাবা বসিয়েছে। রাজারহাট-নিউটাউনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনেও বিজেপি শেষ মুহূর্তের নাটকীয় জয়ে জয়ী হয়েছে।

স্বভাবতই মানতেই হবে যে, এই ফলাফলের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সত্যিই একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে, তার চরিত্র যেমনই হোক। প্রায় পাঁচ দশক পর কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এত বড় হারের পর দলের সাংগঠনিক কাঠামো ধরে রাখা এবং ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য নতুন করে রণকৌশল সাজানো তৃণমূলের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

এবার আসি বাম-কংগ্রেসের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে। আসন কম পেলেও, তারা যে তৃণমূলের জয় ঠেকানোর মতো 'স্পয়লার' হিসেবে কাজ করতে পারে, তা এবার প্রমাণিত।

সামগ্রিকভাবে, ২০২৬-এর এই রায় বাংলার রাজনীতিতে কেবল সরকার বদল নয়, বরং বিজেপির এক বিশাল সাংগঠনিক জয় এবং একটি বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের স্বাক্ষর বহন করছে।

বাজারের দাপট বনাম ওয়াশিংটনের দাদাগিরি দিল্লির কি এবার রাশিয়ার হাত ধরার সময়?

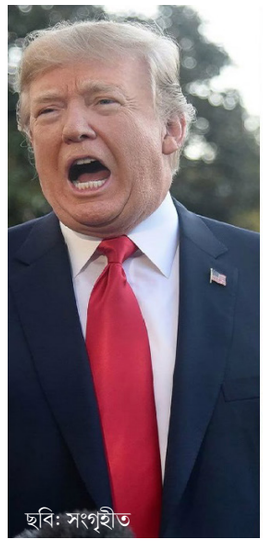

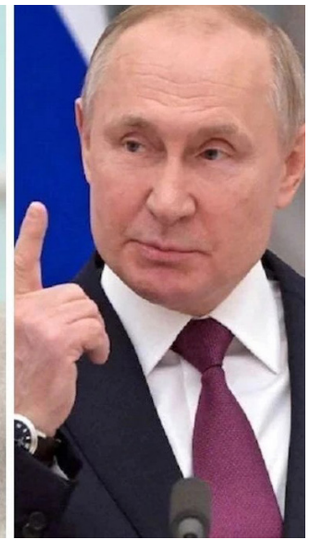

ছবি: সংগৃহীত

প্রথম সন্দেশ নিউজ ব্যুরো : আমেরিকাভিত্তিক ডেটা ইন্টেলিজেন্স সংস্থা মর্নিং কনসাল্ট-এর 'গ্লোবাল লিডার অ্যাপ্রুভাল রেটিং ট্র্যাকার'-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আবারও বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার তকমা ধরে রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২৬ সালের শুরুর দিকের তথ্য অনুযায়ী, তিনি প্রায় ৬৮% থেকে ৭০% অনুমোদন রেটিং নিয়ে তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন।

গত কয়েক বছরের মতো ২০২৬ সালেও মোদী তাঁর জনপ্রিয়তার ধারা বজায় রেখেছেন। যদিও অতীতে এই রেটিং ৭৫% পর্যন্ত উঠেছিল, বর্তমানের ৬৮% রেটিংও অন্য যেকোনো বিশ্বনেতার তুলনায় অনেক বেশি।

তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রমুখ, যাঁদের রেটিং মোদীর তুলনায় বেশ খানিকটা কম, হিসেব মতো প্রায় ৬২ শতাংশ।

জো বাইডেন বা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো মার্কিন নেতা এবং ইউরোপীয় নেতা, যেমন ইমানুয়েল মাক্রোঁ বা কিয়ার স্টারমার রেটিং মোদীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। মাক্রোঁ-র মতো অনেক নেতার অনুমোদনই রেটিং ২০%-এর নিচে নেমে এসেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, জি-২০ প্রেসিডেন্সির পরবর্তী কূটনৈতিক সাফল্য এবং দেশের অভ্যন্তরীণ জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো মোদীর এই আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার মূল কারণ। মর্নিং কনসাল্ট-এর এই ট্র্যাকার প্রতিটি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি হয়, যা জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থনের প্রতিফলনকে চিহ্নিত করে।

কিন্তু একদিকে মর্নিং কনসাল্ট-এর সমীক্ষায় নরেন্দ্র মোদীর ৭০% অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা, আর অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রান্তিকীকরণ এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক মহলের ভ্রুকুটির কারণ। এই বৈপরীত্য দূর করার একমাত্র অস্ত্র এখন ভারতের বিশাল ভোক্তা বাজার। আমেরিকার খামখেয়ালি কূটনীতি আর চীনের আগ্রাসনকে রুখতে হলে ভারতকে তার এই অর্থনৈতিক শক্তিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের বিচারে আমেরিকা ভারতকে কেবল একটি 'বাজার' হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু সমমর্যাদা দিতে নারাজ।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বদলে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ট্রাম্পের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া আদতে দিল্লির নীতিনির্ধারকদের জন্য এক চরম অপমান। ওয়াশিংটনকে এটা বোঝানোর সময় এসেছে যে, ভারতের ১.৫ বিলিয়ন মানুষের বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার কোনো দয়া নয়, বরং অধিকার।

ভারত যদি রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করে, তবে আমেরিকা কি নিষেধাজ্ঞা জারি করবে এই প্রশ্নও এখন নানা মহলে ঘুরছে। অথচ দেখার যে, ভারতের বিশাল বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে মার্কিন টেক জায়ান্ট এবং রিটেইল চেইনগুলোর জন্য আত্মহত্যা। এই বাজারের লোভই ভারতকে ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দিচ্ছে বলে আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের ধারণা।

তাদের মতে, বর্তমান নীতিতে ওয়াশিংটনের ওপর অতি-নির্ভরতা ভারতকে কেবল দুর্বলই করেছে।

সেক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে সখ্যতা কেবল সস্তা তেলের জন্য নয়, বরং চীনের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী মেরুকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজন। মস্কোকে বেইজিংয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক ভুল। আমেরিকা যেখানে সুযোগসন্ধানী, রাশিয়া সেখানে ঐতিহাসিকভাবেই পরীক্ষিত। ২০২৬-এর বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রাশিয়ার হাত ধরা মানে ভারতকে একঘরে করার মার্কিন বা চীনা চক্রান্তকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া।

অন্য দিকে, টাইম ম্যাগাজিন-এর ১০০ প্রভাবশালী তালিকা থেকে মোদীর বাদ পড়া এবং প্রতিবেশী নেতাদের উত্থান প্রমাণ করে যে, বিশ্বমঞ্চে ভারতের 'সফট পাওয়ার' এখন বেশ অনেকটাই ক্ষীয়মাণ।

নেপাল, মালদ্বীপ বা বাংলাদেশের মতো দেশগুলো আজ চীনের ঋণের কূটনীতি আর রাশিয়ার কৌশলগত সমর্থনের দিকে ঝুঁকছে। ভারত যদি নিজের আঙিনায় প্রভাব ফিরে পেতে চায়, তবে তাকে ওয়াশিংটনের পকেট থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বাধীন মেরু তৈরি করতে হবে।

অভ্যন্তরীণ মিডিয়া মোদীকে 'অপরাজেয়' দেখালেও, আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হলে প্রয়োজন বলিষ্ঠ ও স্বাধীন নীতি, যা কোনো পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় পায় না।

মর্নিং কনসাল্ট-এর রেটিং দিয়ে দেশের ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করা যায় ঠিকই, কিন্তু হিমালয়ের সীমান্তে চীনের বিস্তার বা ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক দাদাগিরি বন্ধ করা যায় না। ভারতের বিশাল বাজার কোনো ফেলনা বস্তু নয়; এটি একটি ভূ-রাজনৈতিক অস্ত্র। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে দিল্লিকে সাহসের সঙ্গে রাশিয়ার হাত ধরতে হবে এবং ওয়াশিংটনকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে—ভারতের বাজার এবং ভারতের বন্ধুত্ব কোনোটিই সস্তায় পাওয়া যাবে না। আত্মনির্ভরতা কেবল শ্লোগানে নয়, বিদেশনীতিতেও আনতে হবে। তবেই ভারত প্রকৃত অর্থে 'বিশ্বগুরু' হয়ে উঠবে— স্রেফ প্রচারের আলোয় নয়, ক্ষমতার দাপটে।

শনিতে রবি-স্মরণ

শুভেন্দুর শপথে বাংলায় নয়া জমানা

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : পশ্চিমবঙ্গের সপ্তদশ বিধানসভার মেয়াদ ফুরিয়েছিল ৭ মে। সাধারণত ক্ষমতার পালাবদলে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগই দস্তুর, কিন্তু ২০২৬-এর চিত্রনাট্য ছিল অন্যরকম নাটকীয়। ২০১১ সালে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেই সময় তাঁর ছায়াসঙ্গী ও পরিবর্তনের অন্যতম কারিগর ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম আন্দোলন থেকে শুরু করে রাজপথের লড়াইয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশ্নাতীত। ইতিহাসের আবর্তনে সেই শুভেন্দু অধিকারীই এবার পরিবর্তনের প্রধান মুখ হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

কেন তিনি দল পরিবর্তন করলেন, সেই প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও বাংলার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা একবাক্যে মানছেন— শুভেন্দুর হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গ আরও একটি ঐতিহাসিক পালাবদল দেখল। বলা বাহুল্য বিরোধী দলনেতা হিসেবে বিধানসভা ও রাজপথ কাঁপানো তাঁর সেই আক্রমণাত্মক মেজাজ আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচারই মানুষের মন জয় করেছে।

৪ মে নির্বাচনের ফলাফলের পর আজকের মুহূর্ত ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর— দুই কেন্দ্রেই তাঁর জয় মুখ্যমন্ত্রীর আসনে তাঁর দাবিকে সিলমোহর দিয়েছে।

শনিবার, ৯ মে, রবীন্দ্রনাথের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী। এবং ইতিহাসের বিশেষ নির্দেশে এই বিশেষ দিনেই বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। রাজনীতির আঙিনায় শপথের এই মুহূর্ত যেন বাংলার সাংস্কৃতিক মর্যাদাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেল।

স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এই আনন্দের মাঝেও জনমানসে প্রশ্ন জাগে— বিগত বছরগুলোতে বিশ্বকবিকে প্রাপ্য সম্মান দিতে বিজেপি কি যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল? ছিল কি ছিল না সেই প্রশ্ন আজ এই যে প্রায় অবান্তর হয়ে গেল এটাই বড় কথা। অন্য সব বিচারের ভার সময়ের হাতেই থাক। আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের পর এখন কেবল সামনের দিকে তাকানোর পালা।

নতুন সরকারের কাছে রাজ্যের মানুষের এই মুহূর্তে একটাই প্রত্যাশা— পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণের সুযোগ থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। এবং আশা রাখতেও বাধা নেই, কারণ আগামি দিনগুলিতে 'আমরা' এক উন্নততর বাংলার স্বপ্নই দেখছি।

আবেগ বনাম ইভিএম

১ পাতার পর

প্রচারের সামনে বাম কর্মীরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন।

ঘ) কংগ্রেস ও আইএসএফ-এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব। গতবারের জোট থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বাম ও কংগ্রেস আলাদা লড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে আখেরে বিজেপিরই লাভ হয়েছে। ভোট কাটাকাটির পাটিগণিতে বামেদের সমর্থন আরও কমে ৪.৪৫%-এ এসে ঠেকেছে। আইএসএফ-এর সঙ্গে জোটের যে দোলাচল ছিল, তাও সাধারণ ভোটারদের কাছে নেতিবাচক বার্তা দিয়েছে।

তাছাড়া গ্রাম বাংলার বিমুখতাও কম বড় কারণ নয়।

একসময়ের দুর্গ গ্রাম বাংলা এখন সম্পূর্ণভাবে তৃণমূলের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বা বিজেপির হিন্দুত্বের আওতায়। গ্রামের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ, যারা একদা বামেদের প্রধান শক্তি ছিল, তারা এখন বামেদের ওপর আর কোনো ভরসা রাখতে পারছে না। বামপন্থীদের 'তাত্ত্বিক রাজনীতি' সাধারণ মানুষের ডাল-ভাতের সমস্যার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

বামপন্থীরা যদি এখনও তাঁদের পুরনো একগুঁয়েমি আর সেকেলে তাত্ত্বিক কচকচানি ছেড়ে বাস্তবমুখী না হন, তবে বাংলার রাজনীতিতে তাঁরা চিরতরে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হবেন।

মনে রাখতে হবে, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বা কলতান দাশগুপ্তের মতো লড়াকু এবং 'ব্রাইট' মুখগুলো বামেদের শেষ সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু নির্বাচনী ময়দানে শুধু 'ইমেজ' দিয়ে যে বৈতরণী পার হওয়া যায় না, তা এবারের ফলাফল বুঝিয়ে দিয়েছে। মীনাক্ষী বা কলতানদের সভায় যে পরিমাণ ভিড় দেখা গেছে, তা প্রধানত ছিল বামপন্থী সমর্থকদের আবেগ। কিন্তু সেই আবেগকে বুথমুখী করে ভোটে রূপান্তর করার মতো সাংগঠনিক পরিকাঠামো এখন বামেদের নেই। মানুষের কাছে তাঁরা 'ভাল বক্তা' বা 'রাজপথের লড়াকু মুখ' হিসেবে পরিচিতি পেলেও, 'বিকল্প শাসক' হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেননি।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান বাংলার রাজনীতি এখন আর আদর্শের লড়াই নেই, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পেশিশক্তি আর অর্থের আস্ফালন। মীনাক্ষীদের মতো তরুণ তুর্কিরা রাজপথে পুলিশি লাঠি বা শাসকের রক্তচক্ষুকে ভয় না পেলেও, ভোটের দিন বুথ রক্ষা করার মতো শক্তিশালী 'বাহিনী' তাঁদের পেছনে ছিল না। ফলে তৃণমূলের সুসংগঠিত ক্যাডার বা বিজেপির আগ্রাসী প্রচারের সামনে এই নবীন মুখেরা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছেন। অন্য দিকে, বামেদের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও সেই পুরনো আমলের তাত্ত্বিক রাজনীতিতে আটকে। মীনাক্ষী বা কলতানরা যখন মঞ্চে সাধারণ মানুষের ভাষায় কথা বলেন, তখন আলিমুদ্দিনের নীতি নির্ধারণে থাকে সেই পুরনো চর্বিতচর্বণ। তরুণ মুখদের যতটা 'স্বাধীনতা' দেওয়া দরকার ছিল, দলের প্রবীণ ও রক্ষণশীল নেতাদের দাপটে তা হয়নি। ফলে তাঁদের নতুন চিন্তা বা কৌশল দলের মূল ধারায় মিশতে পারেনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মীনাক্ষী বা কলতানের জনপ্রিয়তা যতটা তুঙ্গে ছিল, গ্রামীণ বাংলার অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষের কাছে সেই আবেদন পৌঁছায়নি। ফেসবুক বা ইউটিউবের 'লাইক' আর 'শেয়ার' কোনোদিনও ইভিএম-এর ভোটে পরিণত হতে পারে না। গ্রাম বাংলার মানুষ এখনও হয় 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর সুবিধা দেখছে, না হয় বিজেপির ধর্মীয় আবেগ। সেখানে 'গণতন্ত্র' বা 'সংবিধান রক্ষার' তাত্ত্বিক লড়াই ব্রাত্য রয়ে গেছে।

বিধানসভায় যখন নতুনদের টিকিট দেওয়া হয়েছিল, তখন অনেক জায়গায় পুরনো দাপুটে নেতাদের নিষ্ক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল। নবীনদের জায়গা করে দিতে গিয়ে অনেক জেতা আসনেও বামেরা এমন সমীকরণ তৈরি করেছিল যা সাধারণ ভোটারের কাছে বিভ্রান্তিকর ছিল। তরুণ মুখগুলো কেবল 'শো-পিস' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তাঁদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি। মীনাক্ষী বা কলতানরা বামেদের 'ব্র্যান্ড ভ্যালু' বাড়াতে পারলেও, তৃণমূল-বিজেপির এই প্রবল দ্বিমেরু নির্বাচনে মানুষের ভোট টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাধারণ মানুষের চোখে তাঁরা 'যোগ্য সন্তান' হতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু 'যোগ্য নেতা' হিসেবে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের গ্যারান্টি দিতে পারেননি।

Monthly newspaper. Vol-3 ● Issue-5 ● May 2026 ●
link with RNI Regn.No. WBBEN16094 ● Declaration No. 10/500-BP/2023,Dt.24.11.2023 ● Price 5/-

বিশ্বকাপ ২০২৬
ফুটবলের মহাযজ্ঞ নাকি ফিফার টাকার কুমির?

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে! হাতে আর মাত্র মাসখানেক সময় বাকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো তিন দেশের যৌথ আয়োজনে এবারই প্রথম ৪৮টি দল নিয়ে বসছে ফুটবলের এই মহাযজ্ঞ। অধিকাংশ বড় দলগুলো তাদের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করতে শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়া বা তুরস্কের মতো দলগুলো চলতি মে মাসেই প্রাক্-বিশ্বকাপ ক্যাম্প শুরু করছে। আগামী ১ জুনের মধ্যে সব দেশকে তাদের চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করতে হবে।

এবার ৪৮ দলের নতুন ফরম্যাটে গ্রুপ পর্বে ১২টি গ্রুপ থাকবে, যেখানে প্রতি গ্রুপে ৪টি করে দল লড়াই করবে।

মোট ১৬টি শহরে খেলা হবে। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকা-তে ১১ জুন উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ১৯ জুলাই ফাইনাল হবে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। প্রতিটি ভেন্যুতে ভিআইপি স্যুইট থেকে শুরু করে দর্শকদের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সব সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কানাডা সরকার ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার জন্য প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে।

বিশ্বজুড়ে উত্তেজনা থাকলেও ভারত ও চীনে সম্প্রচার স্বত্ব নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ফিফার চড়া দামের কারণে এখনো কোনো স্থানীয় চ্যানেলের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। তবে টিকিটের চাহিদা আকাশচুম্বী! ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো টিকিটের উচ্চমূল্য নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েও জানিয়েছেন, আয়োজনের বিশালত্বের তুলনায় এটি যৌক্তিক।

ফুটবল ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ হল, টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হয়েছে ইতালি। সুরিনাম ও কঙ্গো ডিআর-এর মতো দলগুলো এবার বিশ্বমঞ্চে চমক দেখানোর জন্য প্রস্তুত।

গত তিনটি বিশ্বকাপে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা একটি সংস্থা জানিয়েছে, এবার ফাইনালে লড়বে নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগাল! এবারের উদ্বোধনী তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১১ জুন, ২০২৬ (মেক্সিকো বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা) এবং ফাইনাল ১৯ জুলাই, ২০২৬। বিশ্বকাপের সময় ভারত বা বাংলাদেশে খেলাগুলো মূলত মধ্যরাত বা ভোরে শুরু হবে, তাই ফুটবলপ্রেমীদের এখন থেকেই ঘুমের রুটিন ঠিক করার প্রস্তুতি নিতে হবে!

কর্পোরেট সার্কাস বনাম ঘাসের লড়াই

হৈমন্তী রায় ঠাকুর : ফুটবল যখন স্রেফ খেলা থেকে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়, তখন জন্ম নেয় ২০২৬-এর মতো এক 'মেগা-ইভেন্ট'। ৪৮টি দল আর ৩টি দেশের এই বিশাল খিচুড়ি কি আদৌ ফুটবলের মান ধরে রাখবে, নাকি ফিফার সিন্দুকে ডলার ভরার হাতিয়ার হবে—প্রশ্নটা এখন বিশ্বজুড়ে।

ইনফান্তিনোর সৌজন্যে এবার ৩২-এর বদলে ৪৮ দল। এর ফলে গ্রুপ পর্বের রোমাঞ্চ কতটা কমবে আর 'ম্যারাথন' একঘেয়েমি কতটা বাড়বে, তা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া টিকিটের দাম আর ব্রডকাস্টিং নিয়ে টালবাহানা প্রমাণ করছে—ফুটবল এখন আমজনতার চেয়ে কর্পোরেটদের বেশি প্রিয়।

যাই হোক, প্রশাসনিক নোংরামির বাইরে আসল যুদ্ধটা কিন্তু দুই মহাতারকার ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের। কিলিয়ান এমবাপ্পে (ফ্রান্স) এবার নীল ব্রিগেডের প্রধান ঘাতক। রিয়াল

মাদ্রিদের ড্রেসিংরুম ঘুরে আসা এমবাপ্পে এখন আরও পরিণত এবং নিষ্ঠুর। তাঁর উইং-কাটিং আর অবিশ্বাস্য গতি এবারও বিপক্ষ রক্ষণকে ছিন্নভিন্ন করতে তৈরি। দেশ-র দলের তুরুপের তাস তিনিই। এবং অন্য দিকে জার্মানির তরফে জামাল মুসিয়ালা। মুসিয়ালা টনি ক্রুস পরবর্তী জার্মান ফুটবলের মস্তিষ্ক। সরু গলি দিয়ে বল বের করে আনা বা হঠাৎ ড্রিবলিংয়ে ডিফেন্স লক করে দেওয়া—মুসিয়ালার পায়েই রয়েছে জার্মানির হারানো গৌরব ফেরানোর জাদু। উইর্টজের সঙ্গে তাঁর কেমিস্ট্রিই হবে নাগেলসম্যানের মূল অস্ত্র।

আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোর ১৬টি অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম প্রস্তুত। তবে ভারতীয় দর্শকদের জন্য চ্যালেঞ্জটা দ্বিমুখী—একদিকে মাঝরাতের খেলা, অন্যদিকে ব্রডকাস্টিং স্বত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা। ফিফা ভারতের বাজার বুঝতে পারলেও, ভক্তদের আবেগ নিয়ে খেলা করাটা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

যাই হোক, ইতালি নেই, কিন্তু তাতে কি? এমবাপ্পের গোল করার খিদে বনাম মুসিয়ালার শৈল্পিক ফুটবলের লড়াইটাই কিন্তু হবে এবারের বিশ্বকাপের সিগনেচার টিউন। কর্পোরেট সার্কাস চলুক তার জায়গায়, ৯০ মিনিটের ঘাসেই স্থির হবে—বিশ্ব কার দখলে।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor: Haimanti Roy Thakur,** Phone: 9836765148, 9830495701& Email: haaimaanti@gmail.com